চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধায়নে খাদিজা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার

চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাত মোঃ জাহিদুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে খাদিজা খাতুন ফিরে পেলো তার সুখের সংসার। মোছাঃ খাদিজা খাতুন (২৫) এর সাথে মোঃ চাঁন মিয়ার (৩২), পিতা-মোঃ খোকন, সাং-শ্রীকোল মন্ডলপাড়া, থানা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গার ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবনে তাদের ০২টি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের পর থেকে মোছাঃ খাদিজা খাতুন এর নিকট তার স্বামী মোঃ চাঁন মিয়া যৌতুক দাবী করে আসছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। একপর্যায়ের গত ০২.০৪.২০২১খ্রিঃ তারিখ মোছাঃ খাদিজা খাতুনকে যৌতুকের দাবীতে তার স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন মারপিট করে সন্তানসহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। পিতা-মাতাহীন অসহায় খাদিজা খাতুন তার ০২টি সন্তান নিয়ে তার নানা আব্দুর রশিদ, সাং- উজিরপুর, থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। খাদিজা খাতুন কোথাও কোন সাহায্যের আশ্বাস না পেয়ে অবশেষে স্বামীর সংসার করার জন্য পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তাঁর কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/ মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ চাঁন মিয়া (৩২) এবং মোছাঃ খাদিজা খাতুন (২৫) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে অসহায় খাদিজা ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

চুয়াডাঙ্গা চলতি মৌসুমে বোরো ধান সংগ্রহের কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার চলতি মৌসুমে বোরো ধান ২০২১ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরা পারভিন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার সুফি মোঃ রফিকুজ্জামান এনএসআই এর উপ-পরিচালক জামিল সিদ্দিক জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আমজাদ হোসেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার, হাবিবুর রহমান, সাদাত হোসেন, শহিদুল আলম, নজরুল ইসলাম, রিফাত জাহান, ফিরোজ হোসেন, নূর পেয়ারা বেগম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে যেকোনো মূল্যে সরকারি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কে সচেষ্ট থাকতে হবে। কৃষকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এখানে ধান দিতে কেউ বিরক্ত বোধ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেক সময় খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খারাপ ব্যবহারের কারণে অনেকে ধান দিতে আসতে চায় না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার ব্যাংকে টাকা তোলা কে ঝামেলা বোধ মনে করে। কিন্তু ভালো ব্যবহার মাধ্যমে এই ধারণাকে পাল্টে ফেলতে হবে। কেউ যদি কৃষকের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সেটি আমার নখদর্পণে আসলে তার বিরুদ্ধে

কঠোর ব্যবস্থা নেব। তিনি আরো বলেন চাষীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রেজাউল ইসলাম জানান সরকার চলতি মৌসুমে চুয়াডাঙ্গা চার উপজেলা থেকে মোট ৪ হাজার ৭৯৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। চলতি মৌসুমে বোরো ধান ক্রয়ের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রতি কেজি ধান ২৭ টাকা। আগামী ২৮ এপ্রিল থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ধান সংগ্রহ চলবে।

তিনি আরও জানান, এবার জেলায় সরকার ৭ হাজার ৬৮২ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। মঙ্গলবার আলোচনার মাধ্যমে চাল ক্রয় কবে নাগাদ শুরু এই সিদ্ধান্ত হবে। এবার সিদ্ধ চাল ৪০ টাকা এবং আতপ চাল ৩৯ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে ক্যানেলপাড়ার রোকন (৩২) নামের একজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এ আদালতের মাধ্যমে রায় দেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার টকিজ সিনেমা হল পাড়ার খবির উদ্দিনের ছেলে রোকন দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক সেবন করে আসছে।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় রোকন রাস্তায় মাতলামিসহ পরিবারের লোকজনের উপরে বিভিন্ন ধরণের সংঘাত সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় রোকন গতকাল দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে নেশা করছিলো।এমন সংবাদ পুলিশের নিকট জানালে তাকে আটক করে।

পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডলকে জানালে

তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা জুড়ি জনতার হাতে আটক

আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুরতে গিয়ে বেরসিক জনতার হাতে আটক। গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।
এ ঘটনায় ২ জন প্রেমিক-প্রেমিকাকে পরিবারের লোকজনের নিকট হস্তান্তর করেছে এলাকাবাসী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়া নবিছদ্দিনের ছেলে হাসানের সাথে একই এলাকার সাহাদৎ হোসেন ওরফে সোহাগের স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়।

এরই সূত্র ধরে গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় ঘুরতে যায়। সুযোগে তারা জরাজরি করতে থাকলে স্থানীয় রসিক জনতা তাদের আটক করে।

পরে মেয়ের মা আয়েশা খাতুনের নিকট তারা তুলে দেয়।

দামুড়হুদার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জেল জরিমানা

দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গত শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ও লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করার সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দুই জনকে জেল জরিমানা করা হয়েছে।

১ জন কে ৫০০ টাকা অনাদায়ে ৩ দিনের কারাদন্ড আরও একজনের ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।
এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।
আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলি ও দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় সৈনিক কল্যাণ সংস্থার ভ্রাম্যমাণ দোকান

আলমডাঙ্গায় অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সৈনিক কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে মূল্য ছাড়ে ভ্রাম্যমান ভাবে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রি শুরু করেছে।
পবিত্র রমজানে মাস উপলক্ষে তারা ক্রেতা সাধারনের সুবিধার্থে বাজারের বিক্রিত পন্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করছেন।
বিক্রিত মালামালের মধ্যে রয়েছে সয়াবিন ও সরিষার তৈল, চা, অরেঞ্জ ড্রিকস, সফট ড্রিকস মধু, ডিটারজেন্ট পাউডার, টয়লেট ক্লিনার, হ্যান্ড ওয়াসসহ বেশকিছু পন্য।
প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভ্যান, অটো রিকসায় করে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে এসব মালামাল বিক্রি করা হচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সৈনিক কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সার্জেন্ট মুনছুর আলী, সাধারন সম্পাদক সার্জেন্ট (অব) লিয়াকত আলী ও বিমান বাহিনীর (অব:) ওয়ারেন্ট অফিসার রওশন আলী এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
সংস্থার সভাপতি মুনছুর আলী জানান, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাৎসরিক উৎসবের দিনগুলোতে ওইসব দেশের ব্যবসায়ীরা সকল পণ্যের উপর মুল্য ছাড় দিয়ে থাকেন ।
আমরা আলমডাংঙ্গার সামরিক সদস্যরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী মুনাফাবিহীন মুল্যে সাধারন মানুষের হাতে তুলে দেবার চেস্টা করছি । এ সুবিধা শুধু মাত্র পবিত্র ঈদুল ফিতর পর্যন্ত থাকবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে কর্মহীন মানুষের কষ্ট লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের কর্মহীন দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র এবং ভাসমান মানুষের মাঝে ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে প্রতিটি জেলায় তার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা তে আজ দুস্থ শিল্পীদের মাঝে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে চারটার সময় অসহায় নরসুন্দর এবং দুস্থ শিল্পীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।
এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী প্রতিটি দুস্থ অস্বচ্ছল পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে।

তিনি আরো বলেন, সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে সকল দুস্থ অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারকে দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী হিসেবে চাল-১০ কেজি, ডাল (মসুর)-১ কেজি, আলু-২ কেজি, পেঁয়াজ-১

কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার এবং পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর কে সামনে রেখে চিনি -১ কেজি ও ১ প্যাকেট সেমাই এর একটি পুর্নাঙ্গ প্যাকেজ প্রদান করা হয়।

আজ ১৩০ জন নরসুন্দর এবং দুঃস্থ শিল্পীর মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উপহার সামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সেহেরি বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জানিফের সার্বিক তত্বাবধানে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী ইমদাদুল হক সজল ও ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহিম শেখ ইমরানের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত অনাহারে থাকা হতদরিদ্র মানুষের এক বেলা অন্নযোগান দিচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

সম্পূর্ণ রমজান মাস ব্যাপী বিভিন্ন মহৎ এ উদ্যোগ নিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ এবিং তা বাস্তবায়নও করছে তারা।

এই করোনা মহামারীতে যেসমস্ত অসহায়, অনাহারে থাকা মানুষের দুবেলা খাবার যোগান দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেখানা সেহেরী বিতরণের মধ্য দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা করোনা মহামারীর প্রথম থেকেই জনসাধারণের জন্য নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে। যেকোন বিপদে আপদে ছূটে আসছে তারা। তাই এবার সসম্পূর্ণ রমজান মাসে অনাহারে থাকা হতদরিদ্রদের পাশে সেহেরি ও ইফতারি বিতরণ করে আসছে তারা।

ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ জনগণ তা প্রশংসার দাবিদার করছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জানিফ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের ব্যাতীক্রমী উদ্যোগে যেমন মিলছে অনেক অসহায় মানুষের এক বেলার অন্ন ঠিক তেমনি তাদের থেকে পাওয়া দোয়া পাচ্ছেন তারা। তাদের এই কর্মকান্ডকে অসহায় এই মানুষগুলো ভালবাসা হিসেবে গ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ঘোষণা মোতাবেক এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

উক্ত সেহেরী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ মনিরুজ্জামান শুভ, আকিব জাভেদ, সুমন, হাসান, রাইসুল, অংকন, চন্দন, বিপ্লব, মামুন সহ চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগ ও কলেজ ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মীরা।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উদ্যোগে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার হাসান চত্বরে মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সচেতনতা মূলক মাইক প্রচার করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় বৈশ্বিক মহামারী করোনার দ্বিতীয় ধাপ মোকাবেলায় শহীদ হাসান চত্বরে দোকানপাট, শপিংমল, হাট বাজারে আসা ব্যক্তি এবং রাস্তায় চলাচলগামী সাধারণ জনতাকে করোনার ভয়াবহতা ও এর ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তার রোধকল্পে সচেতনতা সহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাক্স ও মাইক প্রচার করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান বলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল মোঃ

জাহাঙ্গীর আলম এর নির্দেশনায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

তিনি আরোও বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্দেশনা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হওয়া যাবেনা এবং সকলকে মাস্ক পরিধান করতে অনুরোধ জানান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল প্রকার মানবিক কাজের পাশাপাশি রমজান মাসে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা হাসান চত্বরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন ও এনডিসি আমজাদ হোসেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন বলেন, জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশনায় পুরো রমজান মাসজুড়ে চলমান থাকবে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম। আজ শতাধিক মানুষের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়েছে।